



334296 - ক্রীড়ায় বাজি ধরা সংক্রান্ত কোনাে অ্যাপ ডভেলপ করার হুকুম

প্রশ্ন

আমি একজন প্রোগ্রামার। জনকৈ ক্লায়েন্ট আমাকে তার জন্য একটি অ্যাপ ডভেলপ করে দিতে বলে। এই অ্যাপ খলোধুলার বাজরি সংবাদ কোনাে একটা ওয়েবসাইট থেকে টেলিগ্রামের গ্রুপে পঠােছে দবি। আমি তাকে এই বাজরি ধরন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে সে বলে য়ে এটা জুয়া থেকে ভিন। এখানে কোনাে অর্থ-সম্পদের ক্ষতি নাই। অ্যাপ শুধুমাত্র বাজরি আপডেট দেয়। আমি বিষয়গুলো ভালোমত বুঝি না। এখানে থাকা বিভিন্ন খলোর মধ্যে আমি তীর নক্সিপেও দখেছে। উল্লেখ্য, খলোর ধরন ক্লায়েন্টই নির্ধারণ করে। এ ধরনের কাজে হুকুম কী? এটি কি হারাম হবে, যহেতু অধিকাংশ খলোর ক্ষতেরে বাজি ধরা জায়যে নাই?

উত্তরে সংক্ষিপ্তসার

এ ধরনের বাজতিে অর্থ ব্যয় করা জায়যে নাই, হোক স্টেটি প্রতিযোগীদরের কারো পক্ষ থেকে কথিবা অন্য কারো পক্ষ থেকে। কোনাে কছির পূর্বাভাসেরে সঠিকতার বাজি ধরাও জায়যে নাই, যদিও স্টেটি অর্থ ছাড়া হয় থাকে। কননা এতে করে গায়বেরে ব্যাপারে আন্দাজ করা হয়। এ ধরনের বাজরি সাথে সংশ্লিষ্ট কোনাে কছির ডভেলপ (প্রোগ্রামিং) করাও জায়যে নাই।

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

ক্রীড়া জুয়া (স্পোর্টস বেটিং) বলতে বোঝানো হয়: কোনাে নির্দিষ্ট ম্যাচ বা প্রতিযোগিতায় কে জয়ী হবে, এ বিষয়ে একদল মানুষেরে অনুমান বা পূর্বাভাস। এ ধরনের বাজি হারাম, তা অর্থেরে উপর হোক বা পুরস্কারেরে উপর হোক কথিবা বনিমূল্যেই হোক। এর কারণ হলো:

১- এটি মিথ্যা ধারণার উপর ভিত্তি করে আন্দাজ করা। কারণ সে কীভাবে জানবে য়ে ফলাফল ঠিকি এই অনুপাতে হবে, যমেনটি সে অনুমান করেছে?

২- যদি এই বাজি অর্থ বা পুরস্কারেরে উপর হয়, যা পরাজতি ব্যক্তির কাছ থেকে নেওয়া হয়, তবে তা নিষিদ্ধ জুয়া। আর যদি তা তৃতীয় পক্ষের কাছ থেকে নেওয়া হয়, তবে তা এমন বিষয়ে বনিমিয় গ্রহণ যখনে বনিমিয় গ্রহণ করা বৈধ নয়।

প্রকৃতপক্ষে বিনিময় বা পুরস্কার গ্রহণ করা বৈধ কবেল ঘোড়দৌড়, উটদৌড় ও তীর নিক্ষেপে প্রতিযোগিতায় এবং সগেলোর অনুরূপ সবে সকল বিষয়ে যা দ্বীন প্রতিষ্ঠা ও প্রচারে সহায়ক; যমেন: কুরআন, হাদীস ও ফকিহ বিষয়ক প্রতিযোগিতা। এর দলীল হলো আবু দাউদ (২৫৭৪), তরিমযী কর্তৃক হাসান হসিবে গণ্য (১৭০০) এবং ইবনে মাজাহ (২৮৭৮)-তে আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হাদিস, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: “তীর, উট ও ঘোড়া ছাড়া অন্য কছির উপর পুরস্কার (সাবাক) নির্ধারণ নাই।” [শাইখ আলবানী সহীহ আবু দাউদ ও অন্যান্য গ্রন্থে এটিকে সহীহ বলছেন]

‘সাবাক’ বলতে বোঝায়: যবে ব্যক্তি জয়ী হবে তার জন্য নির্ধারণিত পারিশ্রমিক বা পুরস্কার। ইবনুল আসীর তাঁর ‘আন-নহিয়া’ (২/৮৪৪) গ্রন্থে বলেন: “যবে অর্থ প্রতিযোগিতার উপর জামানত হিসেবে নির্ধারণিত হয়।” [সমাপ্ত]

সন্দি রাহমাহুল্লাহ বলেন: “খাত্তাবী বলছেন: প্রতিযোগিতার মাধ্যমে অর্থ গ্রহণ করা বৈধ নয়, কবেল এই দুইটি ক্ষেত্রে ছাড়া: উট ও ঘোড়া। একই হতের অধীন হওয়ায় যুদ্ধের অন্যান্য সরঞ্জামকেও এ দু’টোর অধিকৃত করা হয়েছে। কারণ এসব ক্ষেত্রে পুরস্কার দোটা জহিদরে প্রতি উৎসাহ ও আগ্রহ তৈরি করা।” [হাশিয়াতুস সন্দি আলা সুনান ইবন মাজাহ (২/২০৬) থেকে উদ্ধৃত]

ইবনুল কাইয়ুমি রাহমাহুল্লাহ তাঁর ‘আল-ফরুসিয়া’ গ্রন্থে (পৃ. ৩১৮) বলেন:

‘এগারো নম্বর মাসআলা: কুরআন, হাদীস, ফকিহ ও অন্যান্য উপকারী জ্ঞান মুখস্থ করার প্রতিযোগিতা এবং মাসআলায় সঠিক উত্তর দেওয়ার প্রতিযোগিতা করা এগুলো ক’বিনিময় (পুরস্কার) নিয়ে জাযযে?’

ইমাম মালিক, আহমদ ও শাফেীর অনুসারীরা এটিকে নষিদিহ বলছেন। আর ইমাম আবু হানীফার অনুসারীরা ও আমাদরে শাযখ এটিকে বৈধ বলছেন। ইবনে আব্দলি বার এ মতটি ইমাম শাফেী থেকেও বর্ণনা করছেন। এটি জাল বনো, কুস্তি খলো ও সাঁতারের চেষ্টেও প্রাধান্য পাওয়ার অধিক উপযুক্ত। অতএব, যারা এগুলোর উপর বিনিময়সহ প্রতিযোগিতা করা বৈধ মনে করে, তবে জ্ঞানভিত্তিক প্রতিযোগিতা বৈধ হওয়া আরও অধিক উপযুক্ত। এটি সেই ঘটনার অনুরূপ, যখন সন্দিদীক (আবু বকর) কুরাইশ কাফরিদের সাথে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যবে সংবাদ দিছিলেন সবে সংবাদরে সত্যতার উপর বাজি ধরছিলেন। ইতঃপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে যবে এটি ‘মানসুখ’ হওয়ার পক্ষে কোনও শরযা দলিল নাই এবং জুযা হারাম হওয়ার পরও সন্দিদীক তাদের কাছ থেকে জামানত গ্রহণ করছিলেন। দ্বীনরে প্রতিষ্ঠা প্রমাণ উপস্থাপন করা ও জহিদ করার মাধ্যমে সাধিত হয়। সুতরাং যদি জহিদরে সরঞ্জামরে উপর বাজি ধরা বৈধ হয়, তবে ইলমরে ক্ষেত্রে তা বৈধ হওয়া আরও অধিক যুক্তযুক্ত। এ মতটিই প্রাধান্যপ্রাপ্ত।” [সমাপ্ত]

এছাড়া ‘আল-মাওসু‘আতুল ফকিহিয়া’ (২৩/১৭১)-তে বলা হয়েছে:

‘রহীন (বাজি) শব্দটির একাধিক অর্থ রয়েছে। তার মধ্যে একটি হলো:



ঝুঁকি বা জুয়া: ‘লসিনুল আরব’-এ এসছে: ‘রহিন’ ও ‘মুরাহানা’ মানে ঝুঁকি গ্রহণ করা। বলা হয়: সএ অমুক বযিযে তার সঙ্গে বাজি ধরছে, তারা পরস্পর বাজি ধরছে এবং তারা নজিদে মধ্যে ঝুঁকি স্থাপন করছে।

এই অর্থে বাজরি একটি রূপ হলো: দুই ব্যক্তি বা দুই দল এমন একটি বযিযে বাজি ধরা যা হওয়াও সম্ভব, আবার না হওয়াও সম্ভব। যমেন উভয়ে বলল: যদি আগামীকাল বৃষ্টি না হয়, তবে তুমি আমাকে অমুক পরিমাণ অর্থ দবে। আর যদি বৃষ্টি হয়, তবে আমি তোমাকে ততটা অর্থ দবে।

ইসলামের বধিান অনুসারী ফকীহদের ঐকমত্যে এই অর্থে বাজি ধরা হারাম, সএ ব্যক্তি মুসলমি হোক বা যমিমি হোক; কারণ প্রত্যেকেই এখানে লাভ বা ক্ষতির মধ্যে ঝুলে থাকে। আর এটি হারাম জুয়ারই একটি রূপ।”[সমাপ্ত]

‘ফাতাওয়ালা লাজনাহ আদ-দাযিমাহ’ (১৫/২৩৯)-এ এসছে:

‘প্রশ্ন: যএ বাজকি ‘হক’ বলা হয়, তার বধিান কী? আর যদি তা এক পক্ষ থেকে হয়, যমেন কএ বলল: যদি এই কাজটি সম্পন্ন হয়, তবে তোমাদের উপর আমার ‘হক’ (অধিকার) হবে যএ আমি তোমাদেরকে দাওয়াত দবে। এমন বাজরি বধিান কী? আল্লাহ আপনাদের উত্তম প্রতদিন দনি।

উত্তর: শরীয়ত যএ বযিযগুলোকে ব্যতক্রিম ঘোষণা করছে সেগুলো ছাড়া অর্থের ভিত্তিতে বাজি ধরা বধি নয়।

ব্যতক্রিমগুলো হলো: ঘোড়দৌড়, উটদৌড় ও তীর নিক্ষেপের প্রতিযোগিতা। এগুলো ছাড়া অন্যান্য সব ধরনের বাজিতে অর্থ গ্রহণ করা বধি নয়। কারণ তা অন্যায়ভাবে সম্পদ ভক্ষণ এবং সেই জুয়ার অন্তর্ভুক্ত, যা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল হারাম করছেন। আর কএ যদি বলে: ‘যদি আমার এ কাজটি হয় যয তবে তোমাদের জন্য আমার উপর অমুক বযিয আবশ্যক হবে’, এটি প্রতিশ্রুতির অন্তর্ভুক্ত। সম্ভব হলে এই প্রতিশ্রুতি পূরণ করতে হবে।

আল্লাহই তওফিকদাতা। আমাদের নবী মুহাম্মদ, তাঁর পরিবারবর্গ ও সাহাবীদের উপর দরুদ ও সালাম বর্ষতি হোক।

ফতোয়া ও ইলমী গবেষণা বযিয়ক স্থায়ী কমটি

বকর ইবনে আবদুল্লাহ আবু যাইদ ... সালহি ইবনে ফাওয়ান আল-ফাওয়ান ... আব্দুল আযীয ইবনে আবদুল্লাহ আলুশ-শাইখ ... আব্দুল আযীয ইবনে আবদুল্লাহ ইবন বায’[সমাপ্ত]

শাইখ ইবন বায রাহমাহুল্লাহুকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল:

“কছু মানুষ বাজি ধরে এবং বলে: যদি এমন হয় তবে আমি তোমাকে অমুক অমুক মূল্যের জিনিস দবে। আর বপিরীত হলে তুমি দবে। এটাকে তারা বাজি বলে। এটি কি হালাল; নাকি হারাম?”



তনি উত্তর দনে:

“এটি হালাল নয়; বরং হারাম। এটি জুয়ার অন্তর্ভুক্ত বাজি। আল্লাহ তাআলা এ সম্পর্কে বলছেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

‘হে ঈমানদারগণ! মদ, জুয়া, মূর্তি, ভাগ্য নরিণয়রে তীর এগুলো বস্তুত শয়তানরে এক একটি ঘৃণ্য কাজ; অতএব, এসব থেকে দূরে থাক, যাতে তোমরা সফল হতে পারো।’ [সূরা মায়দো: ৯০]

‘মাইসরি’ হলো ‘জুয়া’। যমেন বলা হয়: যদি এমন হয় তবে এমন, আর যদি এমন হয় তবে তমেন। অথবা বলা হয়: যদি অমুক ব্যক্তি আসে তবে তোমার জন্য অমুক, আর যদি না আসে তবে তোমার বরিদ্ধে অমুক। অথবা বলা হয়: যদি তোমার কাছে যা আছে তা পাথর হয় বা সোনা হয় (তাদের মধ্যে যে বিষয়ে মতভেদে হয় তার উপর ভিত্তি করে)। অর্থাৎ এ ধরনের সব বাজি জুয়ার অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য হবে।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: ‘তীর, উট ও ঘোড়া ছাড়া অন্য কছির উপর পুরস্কার নরিধারণ নহে।’

আর ‘সাবাক’ মানে হলো বনিমিয় বা পারশিরমকি। অর্থাৎ: তীর নকিষে, উটদটোড় ও ঘোড়দটোড় ছাড়া অন্য কছির ক্ষেত্রে কোনে বনিমিয় নহে। মানে তীর নকিষে প্রতযিগেতিয়, ঘোড়ার দটোড়ের বা উটের দটোড়ের প্রতযিগেতিয়।

কনিতু ইলমী প্রতযিগেতি এ শ্রগীর নয়। বরং তা জিআলা (ঘোষতি পুরস্কারপ্রাপ্তি)-শ্রগীর অন্তর্ভুক্ত। যমেন কটে বলল: যে ব্যক্তি কুরআন বা সুন্নাহ থেকে অমুক অমুক বিষয় শখিব বা অমুক কতিব থেকে শখিব, তাকে এই এই দেওয়া হবে। এটি জিআলার অন্তর্ভুক্ত। এটি পারশিরমকি শ্রগীর অন্তর্ভুক্ত। অথবা কুরআন বা সুন্নাহ থেকে প্রশ্ন করা হলো, যে উত্তর দেবে তাকে এই এই দেওয়া হবে। এটি শকিষাদানরে অন্তর্ভুক্ত, কল্যাণরে দকি দকিনরিদেশনার অন্তর্ভুক্ত এবং ইলমরে প্রতি উৎসাহ দেওয়ার অন্তর্ভুক্ত। এটা হারামরে অন্তর্ভুক্ত নয়। কারণ এটি ইলম অর্জনে উৎসাহ দান ও কল্যাণরে দকি আহ্বানরে জন্য। জিআলা (পুরস্কার) ও পারশিরমকি প্রদান ইলম অর্জনে সহায়ক হয়। অন্যদকি বাজি হলো প্রতদিবন্দ্বতিমূলক লড়াই। এক্ষেত্রে একজন বলে এক কথা, আরকেজন বলে আরকে কথা।” [ফাতাওয়া নূরুন আলাদ-দারব (১৯/৩০০) থেকে সমাপ্ত]

সারকথা হলো:

এই ধরনের বাজিতে কোনে বনিমিয় বা পুরস্কার দেওয়া বধৈ নয়, তা প্রতযিগেদরে কোনে একজনরে পক্ষ থেকে হোক বা তাদের বাইরে ভিন্ন কারে পক্ষ থেকে হোক।

এছাড়া পূর্বাভাসরে সঠকিতা নযি বাজি ধরাও বধৈ নয়, এমনকি অর্থ ছাড়া হলও। কারণ এটি অদৃশ্য বিষয়ে আন্দাজ করার



অন্তর্ভুক্ত। আর এ ধরনের বাজরি সঙ্গে সম্পর্কতি কোনও প্রোগ্রাম (অ্যাপ) ডেভেলপ করাও বৈধ নয়।

আমরা এ বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যে, বৈধ ঘোড়দৌড় বা তীর নিক্ষেপে প্রতিযোগিতার অর্থ হলো: দু'জন ব্যক্তি তাদের নিজস্ব ঘোড়া নিয়ে দৌড় প্রতিযোগিতা করবে অথবা তাদের নিজস্ব তীর দিয়ে প্রতিযোগিতা করবে যে কে লক্ষ্যভেদে করতে পারে। উদ্দেশ্য হলো প্রতিযোগিতা করা, প্রতিযোগীদের মধ্যে কে জিতবে তার উপর বাজি ধরা নয়।

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।